গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ২১ সংখ্যা | ৩ - ৯ জানুয়ারি ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

সিবিআই দপ্তরে তালা ঝোলালেন চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা

সিএফএসএল (সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি)-এর রিপোর্টে ইঙ্গিত রয়েছে আর জি করে তরুণী চিকিৎসকের খুন সেমিনার রুমে নয়, অন্য কোথাও। অথচ কলকাতা পুলিশ ও সিবিআই একযোগে প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল যে ঘটনা ঘটেছে সেমিনার রুমেই। খুন ও ধর্ষণের মতো ঘটনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত অপরাধীদের ধরার চেষ্টার বদলে একমাত্র দোষী হিসেবে সঞ্জয় রায়কেই চার্জশিট দিয়ে সিবিআই কলকাতা পুলিশের বয়ানেই সিলমোহর লাগিয়ে দায়িত্ব শেষ করে ফেলতে চাইছে।

সিবিআই-এর অপদার্থতার বিরুদ্ধে ২৪ ডিসেম্বর সল্ট লেকে সিবিআইয়ের আঞ্চলিক দপ্তর সিজিও কমপ্লেক্সে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম ও নার্সেস ইউনিটি সহ ১৩০টিরও বেশি নাগরিক সংগঠনের ডাকে বিক্ষোভ মিছিল হয়। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের কোষাধ্যক্ষ ডাঃ স্বপন বিশ্বাস, নার্সেস ইউনিটির সহ সম্পাদিকা সঞ্চিতা সূত্রধর, জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাতো প্রমুখ।

শান্তিপূর্ণ মিছিল সিজিও কমপ্লেক্সের গেটে পৌঁছালে পুলিশ আটকানোর চেষ্টা করে। পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। সিজিও কমপ্লেক্সের গেটে প্রতীকী তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্য পুলিশ তা খুলে দিলে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারপর আবার গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

২১ জানুয়ারি মহামিছিল

জমায়েত হেদুয়া পার্ক • বেলা ১২টা

শুধু পঞ্চম ও অষ্টম নয়, প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করতে হবে

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার কথা ঘোষণা করেছে।

২০০৯ সালে 'শিক্ষার অধিকার আইন' দ্বারা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কাউকে ফেল না করানোর প্রথা চালু করা হয়। তাতে পাশ করার অধিকার পেয়েছিল ছাত্রছাত্রীরা, কিন্তু হারিয়ে গিয়েছিল তাদের শেখার অধিকার। সেই থেকে কার্যত কিছু না শিখিয়েই লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ঠেলে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর বিষময় ফল ভোগ করছে দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব, মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা। নবম শ্রেণির থেকে ড্রপআউট বাড়ছে ভয়াবহ হারে। এই সর্বনাশা প্রথার বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠন হিসেবে একমাত্র এআইডিএসও, রাজনৈতিক দল হিসেবে একমাত্র এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট), তেমনই শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাপ্রেমীদের একমাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে এসেছে। সেই অর্থে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল ফেরানোর আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ জয় অর্জিত হল।

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল ফেরানোর ক্ষেত্রেও টালবাহানা কম হয়নি। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ চালু হওয়ার পর পরই দেখা যায় পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাব সহ পরিকাঠামোহীন স্কুল ব্যবস্থায় সরকারের সাধের 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন'

সাতের পাতায় দেখুন

তিলোত্তমার ন্যায়বিচার ও সিবিআই-এর তদন্ত যথাযথ ভাবে করার দাবিতে ২৪ ডিসেম্বর সল্টলেকের সিবিআই দপ্তরে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম, নার্সেস ইউনিটি সহ ১৩০টির বেশি নাগরিক সংগঠনের বিক্ষোভ

পুঁজিপতিদের টাকায় চলা দলগুলি জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) অভয়ার ন্যায়বিচার এবং জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে ২১ জানুয়ারি কলকাতায় মহামিছিলের ডাক দিয়েছে। এই কর্মসূচির প্রচার যেমন রাজ্য জুড়ে চলছে, তেমনই এই মিছিলের জন্য যে বিরাট খরচ তা-ও দলের কর্মীরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কিংবা রাস্তার মোড়ে, বাজারে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করছেন।

নির্বাচনের সময়েও দলের কর্মীরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে যেমন প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার অনুরোধ করেন তেমনই ভোটের খরচও তাঁরা ভোটারদের থেকেই সংগ্রহ করেন। আচ্ছা, অন্য দলও তো কখনও কখনও কিছু বিষয় নিয়ে আন্দোলনের মহড়া দেয়, কিংবা নির্বাচনে লড়ে। কিন্তু তাদের কাউকেই তো এ ভাবে জনগণের থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে দেখা যায় না! তা হলে এই সব কর্মসূচিতে তারা যে বিপুল ব্যয় করে তা আসে কোথা থেকে?

শাসক দলগুলি চলে পুঁজিপতিদের টাকায়

উত্তরটা পাওয়া যেতে পারে গত ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য থেকে। দেখা যাচ্ছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি, ট্রাস্ট বা কর্পোরেট সংস্থার কাছ থেকে দেশের যে সব রাজনৈতিক দল সরাসরি ২০ হাজার বা তার বেশি টাকার অনুদান পেয়েছে তার শীর্ষে রয়েছে বিজেপি। পরিমাণটা ২ হাজার ২২৪ কোটি টাকা। গত ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের চেয়ে যা তিন গুণেরও বেশি। কংগ্রেস পেয়েছে ২৮৮.৯ কোটি টাকা। আগের বছর যা ছিল ৭৯.৯ কোটি।

এই টাকা কারা দেয় তা গোপন রাখার জন্য বিজেপি ক্ষমতায় এসে নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থা চালু করেছিল। সেখানে টাকা কে দিচ্ছে সাধারণ ভাবে তা জানা যেত না। কিন্তু

দুয়ের পাতায় দেখুন

কুলতলিতে সেচে বিদ্যুৎ সংযোগের দাবি আদায় করলেন কৃষকরা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলতলির কৃষকরা তাঁদের সেচ ব্যবস্থায় অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের দাবি মানতে বাধ্য করলেন স্টেশন ম্যানেজারকে। পিয়ালি ক্লোজার থেকে দেউলবাড়ি পর্যন্ত খাল খনন করে সেচের বিকল্প ব্যবস্থার দাবি দীর্ঘদিনের। যতদিন তা না হচ্ছে অস্থায়ী কানেকশনের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংযোগের দাবি জানিয়েছিল অ্যাবেকা এবং সেই অনুযায়ী কুলতলি কাস্টমার কেয়ার সেন্টার থেকে অস্থায়ী কানেকশন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বছর কুলতলি বিদ্যুৎ অফিসের স্টেশন ম্যানেজার কোনও মতেই অস্থায়ী কানেকশন দিতে রাজি হননি। প্রতিবাদে অ্যাবেকার কুলতলি

তিনের পাতায় দেখুন

পুঁজিপতিদের টাকায় চলা দলগুলি

একের পাতার পর

এই বন্ড কার্যত শাসক দলকে ঘুষ হিসাবে দিয়ে বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে নানা সরকারি বরাত জোগাড়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছে বলে নানা মহল থেকে অভিযোগ উঠতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনী বন্ডকে 'অসাংবিধানিক' বলে নিষিদ্ধ করে দেয় এবং কারা এই বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে কত টাকা দিয়েছে তা প্রকাশ করতে বলে। দেখা যায়, ২০১৯-এর এপ্রিল থেকে ২০২৪-এর জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ডের মাধ্যমে বিজেপি একাই পেয়েছে ৬ হাজার ৬০ কোটি টাকা। যা বন্ডের মাধ্যমে দেওয়া মোট টাকার প্রায় অর্ধেক। অন্য জাতীয় এবং আঞ্চলিক দলগুলি পেয়েছে বাকি অর্ধেক পরিমাণ টাকা।

পুঁজিপতিরা শাসক দলগুলিকে টাকা দেয় কেন

যে কোনও ব্যক্তি পছন্দের দলকে চাঁদা দিতেই পারে। কিন্তু এই যে বিপুল পরিমাণ চাঁদা, এ তো দলের কোনও সাধারণ সমর্থক বা সদস্যের চাঁদা নয়, এ হল ব্যবসায়ী এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির দেওয়া টাকা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিরা এত বিপুল পরিমাণ টাকা রাজনৈতিক দলগুলিকে, বিশেষত বিজেপিকে কেন দিচ্ছে?

সাধারণ ভাবে সকলেরই অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়ীরা, শিল্পপতিরা একটা টাকা খরচ করলেও লাভ-ক্ষতির হিসেব কষে করে। তা হলে এ ক্ষেত্রে তারা এতখানি উদার-হস্ত কেন? রাজনীতির নামে সাধারণত ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের নাক কোঁচকাতেই দেখা যায়। তা হলে এই সব রাজনৈতিক দলকে এমন বিপুল পরিমাণ টাকা তারা দেয় কেন? বাস্তবে এটি উদারতার কোনও বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রেও তারা টাকা দেয় লাভ-লোকসানের হিসেব কষেই। ব্যবসায়ীরা টাকা সেখানেই ঢালে যেখান থেকে তা বহু গুণ হয়ে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক দলকে টাকা দিলে তা বহু গুণ হয়ে ফিরে আসে কী করে?

স্বাধীনতার আগে থেকেই কংগ্রেস পুঁজিপতিদের টাকা নিয়েছে

আসলে এরা টাকা দেয় মূলত শাসন ক্ষমতায় যে দল রয়েছে কিংবা আগামী দিনে ক্ষমতায় বসার সম্ভাবনা রয়েছে এমন দলকেই। এ দেশের শিল্পপতিরা, একচেটিয়া পুঁজিপতিরা স্বাধীনতার পর থেকে শাসক কংগ্রেসের পিছনেই টাকা ঢেলে এসেছে এবং বিনিময়ে সরকার ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সব রকমের সুবিধা আদায় করেছে। কংগ্রেসও তাদের বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য দল হিসাবে এই সুবিধা দিয়ে গেছে। অবশ্য এর শুরু স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির একটা বড় অংশ যেমন ছিলেন দেশের বড় বড় ধনীরা, তেমনই বিড়লা, বাজাজ, সারাভাই, লালভাই ও অন্যান্য ধনী শিল্পপতিরা ছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। গান্ধীজি তো দিল্লিতে বিড়লার বাড়িতেই থাকতেন। এই সব দেখে কংগ্রেসেরই এক শীর্ষ নেতা লালা লাজপত রাই গান্ধীজিকে বলেছিলেন শিল্পপতিদের থেকে কংগ্রেসের জন্য চাঁদা না নিতে। তিনি গান্ধীজিকে অনুরোধ করেছিলেন দল এবং আন্দোলনের খরচের জন্য জনগণেরই উপর নির্ভর করতে। গান্ধীজি সে অনুরোধ উড়িয়ে দিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, কেন, ধনীদের কি দেশকে ভালবাসার অধিকার নেই? গান্ধীজি-বর্ণিত পুঁজিপতিদের দেশপ্রেমের আসল চেহারাটা কী, তা স্বাধীনতার গত প্রায় আট দশক ধরে দেশের শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন জীবনভরা যন্ত্রণায়, শোষণ-বঞ্চনার তীব্রতায়।

এখন কংগ্রেসের জায়গা নিয়েছে বিজেপি

স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ভারতে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং পুঁজিবাদী পথে, পুঁজিবাদের বিকাশের সহায়ক সমস্ত নীতি গ্রহণের মধ্যে দিয়েই তা এগোতে থাকে। শাসক কংগ্রেস এবং পুঁজিপতি তথা শিল্পপতি শ্রেণি পরস্পরের পরিপূরক সখ্যতার মধ্য দিয়েই চলতে থাকে। এ ভাবে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন কংগ্রেস তার জনপ্রিয়তা হারায়। পুঁজিপতিরা তখন তাদেরই আর এক বিশ্বস্ত এবং স্বার্থরক্ষায় নির্ভরযোগ্য দল হিসাবে বিজেপিকে তুলে ধরে। এই ভাবে বিজেপির উত্থান ঘটে। পুঁজিপতি শ্রেণি শিবির বদলে নতুন শাসক বিজেপির নৌকায় সওয়ার হয়। তাই বিজেপিই এখন অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের প্রথম পছন্দের দল।

জনগণের সম্পদেই পুঁজিপতিদের ভেট

জাতীয় সম্পদ ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও সম্পত্তির বেসরকারিকরণ কংগ্রেসের মনমোহন সিংয়ের হাত ধরে শুরু হলেও গত দশ বছরের বিজেপি শাসনে তা লাগামছাড়া আকার নেয়। শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কল-কারখানা, রেল তেল ব্যাঙ্ক বিমা বন্দর খনি জঙ্গল জমি প্রভৃতি সমস্ত জাতীয় সম্পদের এখন ব্যাপক বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। কাদের হাতে সেগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে? একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে। কোটি কোটি দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টার্জিত করের টাকায় যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে সেগুলি বিনামূল্যে কিংবা নামমাত্র মূল্যে তুলে দেওয়া হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দেওয়া হচ্ছে। করছাড় দেওয়া হচ্ছে, কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেট কর। যা আসলে জনগণের সম্পত্তি, জনগণের কল্যাণে কাজে লাগার কথা, তা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে সে-সব শাসকদের হাতে তুলে দিচ্ছে বিজেপি। অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণির একান্ত অনুগত সেবক হিসাবে শাসক বিজেপি সমস্ত উপায়ে সেবা করে চলেছে তাদের। এর ফল কী? এর ফলে পুঁজিপতিদের ভাণ্ডার উপচে পড়ছে। দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজির হাতে। উল্টো দিকে বিজেপি সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির পরিণামে জনজীবনে নেমে এসেছে অশেষ দুর্ভোগ। ক্রমাগত নিঃস্ব হয়ে চলেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। দেশের এক শতাংশ পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত হয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৪০ শতাংশের বেশি, আর নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ১ শতাংশ। তাই পুঁজিপতিরা তাদের এমন বিশ্বস্ত সেবককে অর্থ দিয়ে, প্রচার দিয়ে ক্ষমতায় রাখার চেষ্টা তো করবেই। পছন্দের রাজনৈতিক দলকে টাকা দেওয়া তাদের ব্যবসারই অঙ্গ।

শাসক শ্রেণির অনুগত অন্য দলগুলিও ভাগ পায়

আবার শুধু শাসক বিজেপিকে টাকা দিয়ে গেলেই চলবে না। কারণ আগামী দিনে বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষুব্ধ হলে, বাস্তবে যে ক্ষোভ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, অন্য কোনও নির্ভরযোগ্য দলকে তৈরি রাখতে হবে। তাই তারা বিজেপির পাশাপাশি আর এক জাতীয় দল কংগ্রেসকেও টাকা দেয়। আবার রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা আঞ্চলিক দলগুলির থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য তাদেরও দেয়। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কর্পোরেট অনুদানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তেলেঙ্গানার ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি। তারা পেয়েছে ৫৮০ কোটি টাকা। এখন নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া নির্বাচনী বন্ডে এ রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১৭০৮ কোটি টাকা, ওড়িশার বিজেডি ১০১৯ কোটি এবং তামিলনাড়ুর ডিএমকে পেয়েছে ৬৩৯ কোটি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াইএসআর পেয়েছে ৫০৩ কোটি টাকা।

জাতীয় তথা জনগণের সম্পদ এই ভাবে নির্বিচারে গ্রাস করার সুযোগ পুঁজিপতিদের করে দিচ্ছে যে সব দল, পুঁজিপতিরা নিজেদের লুঠের খানিকটা অংশ সেই সব দল এবং তাদের এমপি-এমএলএ-মন্ত্রীদের পিছনে খরচ করে তাঁদের আরাম-আয়েসে, বিলাস-ব্যসনে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। তাই এই দলগুলির মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়করা জনপ্রতিনিধিত্বের নামে সরকারি নীতিনির্ধারণে বাস্তবে পুঁজিপতিদেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

দলের শ্রেণিচরিত্রও জনগণকে বুঝতে হবে

যারা সাধারণ ভাবে সমাজে শ্রেণি শাসন, শ্রেণি দলের অস্তিত্ব ধরতে পারেন না, এই ঘটনা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে কাজ করে যে দল, তা যে নামেই থাকুক, তার পতাকার রঙ যা-ই হোক, তা আসলে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণিরই দল। অন্য দিকে শাসক শ্রেণির স্বার্থের বিপরীতে শোষিত জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য লড়াই করছে যে দল তা শোষিত মানুষের দল। সমাজে শ্রেণি যেমন দুটো— শোষক এবং শোষিত, শাসক এবং শাসিত, তেমনই দলের সংখ্যা যতই হোক, বাস্তবে দলও দু'রকমের— পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দল আর শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী দল। যারা আজ পুঁজিপতিদের একটি দলের অপশাসনে ক্ষুব্ধ হয়ে পুঁজিপতিদেরই অপর একটি দলকে সমর্থন করছেন এবং তার মধ্যে দিয়ে জীবনে সুরাহা খুঁজছেন, তারা রাজনৈতিক কানাগলিতে পথ হারাতে বাধ্য। আজ এই সত্য সকলকেই বুঝতে হবে যে, শোষিত মানুষের নিজস্ব দল ছাড়া তাদের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে না। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) হল সেই দল। তাই সে জনগণের স্বার্থরক্ষার প্রতিটি সংগ্রাম সফল করার জন্য জনগণের কাছে গিয়েই হাত পাতে, পুঁজিপতি শ্রেণির কাছে যায় না এবং জনগণও তাদের সাধ্যমতো এই দলের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পুঁজিপতিদের শোষণের বিরুদ্ধে, জনগণের সম্পদ লুঠ করার বিরুদ্ধেই এই দলের সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম কখনও পুঁজিপতি শ্রেণির দেওয়া টাকায় হতে পারে না। আজ এই দলের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধির উপর নির্ভর করছে জনজীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান। তাই সাধারণ মানুষকে তার নিজস্ব শ্রেণি দল চিনতে হবে। পুঁজিপতিরা যেমন ঠিক চিনেছে তাদের শ্রেণি দলকে। না হলে সাধারণ মানুষ আর কতকাল এই সব বুর্জোয়া দলের পিছনে নিজেদের শক্তিক্ষয় করবে?

জীবনাবসান

জলপাইগুড়ি জেলায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজগঞ্জ-২ লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য এবং শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ভগবান রায় ১৫ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

প্রয়াত শিক্ষক নেতা কমরেড জসিমউদ্দিন আহমেদের হাত ধরে ১৯৭০-এর দশকে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। জীবনের বহু উত্থান-পতনের মধ্যেও তিনি দলের সংগঠন বৃদ্ধির সংগ্রামে অবিচল ছিলেন। ১৯৮২-১৯৮৩ সাল নাগাদ তিস্তা ক্যানেল নির্মাণের সময় শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত মজুরির দাবিতে তিনি তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনের চাপে ঠিকাদার মজুরি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়।

নিজস্ব এলাকায় সংগঠন বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজগঞ্জ ব্লক জুড়ে তিনি দলের বিস্তারে সাহায্য করেন। যেখানে যেতেন সেখানেই ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক নির্বিশেষে সকলেরই অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠতেন। নিয়মিত পার্টির বইপত্র, গণদাবী খুঁটিয়ে পড়তেন। পরিবারের সবাইকে তিনি দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করে গেছেন। বয়সের ভার ও শারীরিক অক্ষমতা কখনও তাঁর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। শোষিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর দরদবোধ থেকে তাঁদের কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন।

তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে দল হারাল একজন সংগ্রামী সাথীকে, এলাকাবাসী হারালেন তাঁদের প্রিয়জনকে।

কমরেড ভগবান রায় লাল সেলাম

দলের রাজ্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি

শ্রমিক আন্দোলনের প্রবীণ সংগঠক এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় কমিটির অফিস সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ কমরেড দীপক দেব দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ক্রমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

ওয়াকফ সংশোধনী নিয়ে বিজেপি এত উৎসাহী কেন?

লোকসভায় ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের সংশোধনী নিয়ে বেশ হইচই করেছে বিজেপি। তাদের ভাবখানা হল, ওয়াকফ সম্পদের বিলি-ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর করার জন্যই নাকি এই সংশোধনী! সত্যিই কি তাদের উদ্দেশ্য তাই? একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

ভারতে বহু ধর্মের মানুষের বাস। এখানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ছাড়াও আরও নানা ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনে সংশোধনী আনলে তা যে বেশ সংবেদনশীল তা মনে রাখা দরকার। এই কারণে এ বিষয়ে বিচার করতে গেলে সমস্তরকম বিদ্বেষপ্রসূত মানসিকতা ও ধর্মীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হতে হবে।

ওয়াকফ মূলত মুসলিম ধর্মীয় নিয়মকানুনের ভিত্তিতে তৈরি একটি আইনসম্মত ব্যবস্থা, যার সাহায্যে ধর্মীয় বা সেবামূলক যে কোনও কাজে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দান করা যায়। যাঁরা ওয়াকফে দান করেন তাঁদের বলা হয় ওয়াকিফ। এই সম্পত্তি থেকে যা আয় তা সাধারণের উপকারের জন্য ব্যয় করা হয়। ওয়াকফ হিসাবে ঘোষিত সম্পদ ফেরৎ বা বিক্রয়যোগ্য নয়। এই সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রেও হস্তান্তর করা যায় না। প্রসঙ্গত, ওয়াকফের সম্পদ মুসলমান, অমুসলমান— অর্থাৎ ধর্ম নির্বিশেষে গরিবদের জন্যই ব্যয় করা হয়ে থাকে।

১৯২৩ সালের মুসলমান ওয়াকফ আইন থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতেও কয়েকবার ওয়াকফ আইন সংশোধন হয়েছে। অবশেষে ১৯৯৫ সালে আনা আইন অনুযায়ী বর্তমান ব্যবস্থা চলছে। কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল এবং রাজ্যভিত্তিক ৩০টি কাউন্সিল এই সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে আছে। মুসলিম ধর্মীয় আইনে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নির্বাচিত হয় ওয়াকফ বোর্ড। এর নিয়ন্ত্রণ এবং যথাযথ হিসাব রাখার দায়িত্বও তাঁদেরই। ওয়াকফ সংক্রান্ত বিচারের জন্য নিযুক্ত হয় সিভিল আদালতের সমান ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়াকফ ট্রাইবুনাল। এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অ্যাপিল করা যায় না। যদিও সরাসরি হাইকোর্ট এই সংক্রান্ত বিচার গ্রহণ করতে পারে। এর চেয়ারম্যান হন মুসলিম আইন সংক্রান্ত জ্ঞান সম্পন্ন একজন রাজ্য সিভিল সার্ভিসের অফিসার। বিচারপতি শাশ্বত কুমারের নেতৃত্বে নিযুক্ত কমিটি ২০১১-তে বলেছিল ওয়াকফ সম্পত্তির আওতায় থাকা জমির মোট মূল্য ১ লক্ষ ২ হাজার কোটি টাকা, যা থেকে বছরে ১২ হাজার কোটি টাকা আয় হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ১৬৩ কোটি টাকা আয় পাওয়া যাচ্ছে।

এই পর্যবেক্ষণকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ওয়াকফ ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমলাদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ২০২৪-এর ৮ আগস্ট লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল আনে। এই সংশোধনীতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলে অমুসলিম সদস্যরাও থাকবেন। বোর্ডের স্বশাসিত চরিত্রের বদলে এর সার্ভে কমিশনারের জায়গা নেবেন জেলাশাসক। তিনিই যে কোনও ওয়াকফ সম্পত্তিকে এর তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। কোনও ওয়াকফ সম্পত্তিকে সরকারি সম্পত্তি বলে মনে করলে জেলাশাসক সরাসরি তা ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেন। ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত আর চূড়ান্ত থাকবে না। ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান অমুসলিম হতে পারবেন, এমনকি মুসলিম আইনে তাঁর জ্ঞান না থাকলেও চলবে। অমুসলিম এবং অন্তত পাঁচ বছর আগে যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি, তাঁদের দান ওয়াকফ হিসাবে গ্রাহ্য হবে না। একমাত্র সম্পত্তির মালিকরাই তা ওয়াকফে দান করতে পারবেন, ব্যবহারকারী বা দীর্ঘদিনের দখলি সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি ওয়াকফে দান করা যাবে না।

এই সংশোধনী নিয়ে মুসলিম সমাজের বড় অংশ আশঙ্কায় ভুগছেন। কারণ অমুসলিম এবং এই ধর্মের রীতি, আইন ইত্যাদি কিছুই না জেনেও কেউ মুসলিম ধর্ম বিষয়ক একটি বোর্ডের কর্তা হয়ে যেতে পারেন! দীর্ঘ বছর ধরে ওয়াকফ হিসাবে ব্যবহৃত জমিতে গড়ে ওঠা মসজিদ, কবরস্থান, স্কুল, হাসপাতাল, দোকান ইত্যাদির জমিও ওয়াকফ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চলে যাচ্ছে জেলাশাসকের হাতে। দান-করা, খয়রাতি সাহায্য করার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার— সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান তৈরি ও পরিচালনা করার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে এর পিছনে বিজেপি সরকারের বিশেষ মতলব আছে।

যদিও দেশের সাধারণ মানুষের সামনে একটু উদার সাজতে বিলটিকে খুঁটিয়ে বিচার করার কথা বলে ৩১ জন সদস্যের যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসিতে এটিকে পাঠায় বিজেপি সরকার। এই কমিটির নেতৃত্বে অবশ্য আছেন বিজেপিরই সাংসদ জগদম্বিকা পাল। গায়ের জোরে নিজেদের বক্তব্য পাশ করিয়ে নিতে বিজেপি সাংসদরা কার্যত মরিয়া চেষ্টা করে চলেছেন। যদিও বিরোধীদের প্রবল বিরোধিতার সামনে সরকার নতি স্বীকার করে জেপিসি-র মেয়াদ বাড়িয়ে আলোচনার সুযোগ দিতে রাজি হয়। ঠিক হয় ২০২৫-এর বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে বিলটি তোলা হবে।

এ দেশে ওয়াকফ আইনই কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও তার সম্পত্তি সংক্রান্ত একমাত্র আইন নয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় থেকেই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মন্দির সংক্রান্ত আইন, পরবর্তীকালে গুরুদ্বার, গির্জা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন এসেছে। স্বাধীন ভারতেও হিন্দুদের দেবত্র সম্পত্তির আইন আছে, যেখানে দেবতার মূর্তি সম্পত্তির মালিক বলে গণ্য হয়। ভারতীয় ট্রাস্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী মন্দির পরিচালনার আইনি ব্যবস্থাও আছে যে ধর্ম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে ট্রাস্ট বা বোর্ড ইত্যাদি হয়, তার সমস্ত সদস্য সেই ধর্মেরই লোক হন। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন ওয়াকফ সংশোধনী বিলে বলা হচ্ছে, ওয়াকফগুলি স্থায়ী ইসলামি ধর্মীয় সংস্থা ও শরিয়তি আইনের রীতিতে গঠিত হলেও তার সদস্য থাকতে পারবেন অন্য ধর্মের অনুগামী কোনও আমলা!

সাধারণত যাঁরা ধর্মীয় সূত্রে এই সব সংস্থার অংশীদার তাঁরাই এর নীতি ও কর্মপন্থা স্থির করেন। সেটাই কাম্য। কিন্তু এ দেশে কোনও সরকার এবং তার পরিচালক রাজনৈতিক দল এই সংস্থাগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা ও তাদের নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর সুযোগ ছাড়ে না। এর মধ্যে বহু দুর্নীতিও যুক্ত হয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত বিচারপতি সাচার কমিশন ২০০৬ সালে মুসলমান জনগণের বাস্তব অবস্থার সমীক্ষা করে একটা রিপোর্ট পেশ করে। তারা দেখায়, মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অপুষ্টি, অশিক্ষা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। কর্মসংস্থানেও তারা অনেক পিছিয়ে আছে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ঋণেও তারা পিছিয়ে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত। ঘরে ঘরে শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে। ওজন গড়পড়তা মানের অনেক কম থাকে। শহরাঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের বসবাস করতে হয়। মেহনতি গরিব মুসলমান জনগণের দুর্দশা দূর করতে কমিশন প্রস্তাব করে ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া দরকার, সে কারণে ট্রাইবুনালের হাতেও আরও অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। বিজেপি সরকার তা না করে ঠিক উল্টোটাই করল। এর ফলে দরিদ্র মুসলমান জনগণের স্বার্থ আরও বিপন্ন হবে।

প্রশ্ন এসেছে, এই বিল নিয়ে রাজ্যের সাথে কেন কোনও পরামর্শ করা হয়নি। জমি অধিগ্রহণের অধিকার রাজ্যের আছে। রাজ্যেও ওয়াকফ বোর্ড আছে। কেন্দ্র কি জানে না যে, ওয়াকফে শুধু মুসলিমরাই নয়, হিন্দুরাও দান করে? সাধারণের কল্যাণের জন্য স্কুল, হস্টেল সহ অনেক কিছুই আছে ওয়াকফ সম্পত্তিতে। বহু ওয়াকফ অমুসলিমদের দানেই তৈরি হয়েছে। কলকাতার পাম এভিনিউ, পার্কসার্কাস, বক্তিয়ার শাহ রোড সহ নানা জায়গায় ওয়াকফের বেদখল সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে সম্পূর্ণ আইনি পথে লড়াই করে। তা জনস্বার্থে কাজেও লাগছে। আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার এ সব কিছু দখল করার মতলবেই এই সংশোধনী এনেছে।

আশঙ্কা— খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ধর্মীয় সংস্থাগুলির স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারও কেড়ে নেওয়ার এটা সূচনা নয় তো! একমাত্র হিন্দু ধর্মীয় সংস্থা ও তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকবে, সরকারি সহায়তায়। অন্য দিকে আরএসএস এবং বিজেপির পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম বিদ্বেষের প্রচার ও প্রসার চলতে থাকবে। কোনও শুভবুদ্ধির মানুষ এটা মেনে নিতে পারেন না।

ওয়াকফ বোর্ডে কিছু দুর্নীতি নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই কারণে ওয়াকফ বোর্ডকে অকেজো করে দিয়ে সরকারি কব্জায় আনার যুক্তি কি মানা যায়? খবরে প্রকাশ, রাম মন্দির ট্রাস্টেও দুর্নীতি হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রে সরকার কি একই দৃষ্টিভঙ্গি নেবে?

আজকাল আবার সব মসজিদের নিচেই নাকি মন্দির পাওয়া যাচ্ছে! এর লম্বা তালিকা আরএসএস-এর আছে। সাম্প্রদায়িক হুজুগে মাতিয়ে মুসলমানদের বিদেশি বলে তারা চিহ্নিত করতে চাইছে। আরএসএস-এর তত্ত্বই হল মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রাখা। তারা থাকবে হিন্দুদের কাছে মাথা নত করে, দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে, কোনও নাগরিক অধিকার ছাড়াই। এমনই বিভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে বিজেপি।

ওয়াকফ আইন সংশোধনের আড়ালে এই হীন মতলবই বিজেপি পূরণ করতে চাইছে। একে প্রতিহত করা প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কর্তব্য।

দাবি আদায় করলেন বিদ্যুৎ গ্রাহকরা

মণিরতট কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে বিদ্যুৎগ্রাহক বিক্ষোভ

একের পাতার পর

শাখার পক্ষ থেকে ২৭ নভেম্বর স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিন্তু স্টেশন ম্যানেজার অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে অস্বীকার করেন। বাধ্য হয়ে ২৩ ডিসেম্বর অ্যাবেকার পক্ষ থেকে লাগাতার অবস্থানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

স্টেশন ম্যানেজার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে অবস্থানরত কৃষকরা তাঁর গাড়ি আটকে দেন। অবশেষে দাবি মেনে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন তিনি।

মণিরতট ঃ ২৪ ডিসেম্বর দুপুর ২টা থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মণিরতট সিসিসি-তে একই দাবি নিয়ে মূলত দুশোর বেশি কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকের উপস্থিতিতে ডেপুটেশন ও সভা হয়। এখানেও কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। সিসিসি কমিটির সভাপতি আনসার সেখ কর্মসূচি পরিচালনা করেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজারাম মণ্ডল। জেলার সহ সভাপতি দিব্যেন্দু মুখার্জী বিদ্যুৎ বিষয়ে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। স্থানীয় বর্ষীয়ান নেতা সওকত সরদারও উপস্থিত ছিলেন।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র ২২তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে

শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের দৃপ্ত ঘোষণা

ওড়িশার ভুবনেশ্বরে পিএমজি স্কোয়ার। ১৫ ডিসেম্বর ২৫ হাজার শ্রমিক কর্মচারী সমবেত হয়েছিলেন বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের ২২তম সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে। কণ্ঠে তাঁদের দৃপ্ত ঘোষণা— কেন্দ্রের শ্রম কোড বাতিল করতে হবে। শ্রমিকের স্বার্থ বিপন্ন করে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষার সরকারি জনবিরোধী নীতি বাতিল করতে হবে।

সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

দেশের ২৪টি রাজ্য এবং কয়েকটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে মুক্তিকামী শ্রমজীবী মানুষ লাল পতাকায় সজ্জিত, অসংখ্য গণতান্ত্রিক দাবি সংবলিত ব্যানার নিয়ে রাজমহল স্কোয়ার থেকে মিছিল করে বিধানসভা ভবনের সামনে পিএমজি স্কোয়ারে পৌঁছায়। এই শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি মিস্টার মাইকেল। উপস্থিত ছিলেন প্যালেস্টাইন, নেপাল, বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ছিলেন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাধারার পতাকা বাহক এ আই ইউ টি ইউ সি-র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

সংগঠিত, অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারী ছাড়াও নতুন করে শ্রমের বাজারে আসা গিগ ওয়ার্কার্স বা প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার্সরা বিপুল সংখ্যায় সামিল হয়েছিলেন এই সমাবেশে। সমবেত শ্রমিকদের সামনে ডব্লিউ এফ টি ইউ-এর সভাপতি আবেগদৃপ্ত ভাষণে বলেন, বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী শ্রেণিভিত্তিক শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলুন। প্যালেস্টাইনের জনগণের উপর ইজরায়েলের বর্বর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন তিনি। অভিনন্দন জানান এ আই ইউ টি ইউ সি-কে, যারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম করছে। প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়সেন মেহের, সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড সত্যবান, কমরেড স্বপন ঘোষ এবং সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অরুণ সিং, সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা বলেন, ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণি এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শ্রমিকদের অধিকারগুলি একে একে হরণ করছে। সমাবেশের সভাপতি সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ শ্রমিক কর্মচারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, পুঁজিবাদ ও তার তল্পিবাহক সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে মানবসভ্যতাকে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ থেকে বাঁচানো যাবে না।

এদিন সন্ধ্যায় রয়াল রিসর্ট গ্রাউন্ডে প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয়। সারা দেশ থেকে নির্বাচিত ১১০৫ জন শ্রমিক নেতা নানা অংশের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এখানে ডব্লিউ এফ টি ইউ-র মাইকেল ছাড়াও প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধি হোসাইন কারাসবা, অল নেপাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ওপেন্দ্রকুমার রায় এবং টিকারাম পরসাই, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের শেখর রায় বক্তব্য রাখেন। তাঁরা তাদের মূল্যবান ভাষণে শ্রমিক আন্দোলনে শোষণমুক্ত মানবসমাজের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ব্যক্ত করেন।

বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন দক্ষিণ আফ্রিকার সিওএসএটিইউ, বাংলাদেশের বিইউইএফ, চিনের এসিএফটিইউ, জাম্বিয়ার এফএফটিইউজেড, নিউজিল্যান্ডের এনপিএফইউ এবং মরিশাসের ট্রেড ইউনিয়নের পাঠানো সংহতি বার্তা পড়ে শোনান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত। বার্তাগুলির মধ্য দিয়ে বিশ্বের শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য, চিন্তার আদান-প্রদান এবং বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিষয়গুলি উঠে আসে।

আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে এআইটিইউসি, সিটু, এআইসিসিটিইউ এবং টিইউসিসি-র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়েছিলেন। ৪ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী দু'দিনের প্রতিনিধি অধিবেশন পরিচালনা করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ, কমরেড সত্যবান, কমরেড শম্ভুনাথ নায়েক, কমরেড আর কুমার।

মূল প্রস্তাব, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, সংবিধান সংশোধনী এবং জনজীবনের জলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন সংক্রান্ত ১৩টি প্রস্তাবের উপর প্রতিনিধিরা বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরে তা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। সাংস্কৃতিক অধিবেশনে প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ওড়িশা রাজ্য শাখা বিপ্লবী গণসঙ্গীত পরিবেশন করে। নাটক, নৃত্য প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয়। আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সম্মেলন থেকে কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ সভাপতি এবং কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯১ সদস্য বিশিষ্ট সর্বভারতীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। ৯৬ সদস্যের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি বলেন, সর্বোচ্চ মুনাফা করতে মুমূর্ষু পুঁজিবাদ শ্রমিক শ্রেণির উপর ভয়াবহ আক্রমণ চালাচ্ছে। এই পুঁজিবাদের শোষণ-শৃঙ্খল থেকে শুধু নিজেদের মুক্ত করাই নয়, সমগ্র মানবসমাজকে মুক্ত করার দায়িত্ব ঐতিহাসিক ভাবে শ্রমিক শ্রেণির উপর ন্যস্ত। এই মহান কর্তব্য সম্পাদনে শ্রমিক শ্রেণিকে সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে হবে। এটাই বর্তমান সময়ের জরুরি কর্তব্য। এআইইউটিইউসি-র প্রাক্তন সভাপতি সর্বহারার মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের একাংশ

যোগমায়া দেবী কলেজে

এআইডিএসও-র ইউনিট সম্মেলন

আর জি কর হাসপাতালের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ও রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল ও ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে, শিক্ষার উপরে নেমে আসা সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং সরকারি শিক্ষা রক্ষার আন্দোলন শক্তিশালী করতে ২১ ডিসেম্বর এআইডিএসও-র যোগমায়া দেবী কলেজ ইউনিট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূল বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনুমিতা পানি এবং রাজ্য কমিটির সদস্য ও কলকাতা জেলা সহ-সভাপতি ডাঃ রেজাবুল হোসেন মল্লিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক মিজানুর রহমান, রাজ্য কমিটির সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনন্যা দাস ও কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনুশ্রী নস্কর।

সম্মেলন থেকে সুপ্রীতি মাইতিকে সভাপতি, শিল্পা সরকার ও পুতুল প্রধানকে সহ-সভাপতি, মনীষা প্রধানকে সম্পাদক, পিউ কোলেকে কোষাধ্যক্ষ এবং দ্যুতি ভট্টাচার্যকে অফিস সম্পাদক করে ৪৬ জনের ছাত্রী কমিটি গঠিত হয়েছে।

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির রাজ্য সম্মেলন

অভয়া খুনের দ্রুত বিচার, পরিচারিকাদের সপ্তাহে একদিন সবেতন ছুটি, সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি, বাংলা আবাস যোজনায় সকল পরিচারিকার গৃহ নির্মাণ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার সহ পরিচারিকাদের পেশাগত বিভিন্ন দাবিতে ২২ ডিসেম্বর এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদায় বিদ্যাসাগর হলে। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে সহস্রাধিক পরিচারিকা সম্মেলনে অংশ নেন।

সম্মেলনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা চোখের জলে তাঁদের করুণ জীবন-কাহিনি জানিয়ে গেলেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভানেত্রী লিলি পাল।

মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়শ্রী চক্রবর্তী। সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা পার্বতী পাল বলেন, দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে এই সংগঠন নানা স্তরে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সপ্তাহে একদিন ছুটির দাবি আদায় করতে পেরেছে। বাকি দাবি আদায়ে আন্দোলন জারি রাখতে হবে। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য নেতা নন্দ পাত্র, মধুসূদন বেরা প্রমুখ। পার্বতী পালকে সভানেত্রী, জয়শ্রী চক্রবর্তী ও শোভা মাহাতোকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে ৫০ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে।

অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও-র উদ্যোগে কাকোরির বীর শহিদদের স্মরণ

- *উপরে - জয়পুর, রাজস্থান*
- *নিচে - সিমলা, হিমাচলপ্রদেশ*

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বইপত্র নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ কর্ণাটকের মানুষের

কর্ণাটকের মাণ্ড্য জেলায় ২০-২২ ডিসেম্বর কন্নড় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত ৮৭তম কন্নড় সাহিত্য সম্মেলনে এআইডিওয়াইও একটি বুকস্টলের আয়োজন করে। স্টলে দল সহ ছাত্র যুব মহিলা শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের প্রকাশিত বইপত্রের প্রদর্শনী হয়। নেতাজি, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিদ্যাসাগর, সাবিত্রীবাঈ ফুলে, কুদমল রঙ্গরাও সহ নবজাগরণের মনীষী এবং মাদাম কুরি, আইনস্টাইন, পি সি রায়ের মতো বিজ্ঞানীদের জীবনসংগ্রাম সংক্রান্ত বই বিপুল সংখ্যায় বিক্রি হয়। শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন, মার্ক্সবাদ ও মানবসমাজের বিকাশ, ১৫ আগস্ট ও গণমুক্তি প্রসঙ্গে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রসঙ্গে এবং এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক ও সর্বহারার মহান নেতা শিবদাস ঘোষের জীবনসংগ্রাম সংক্রান্ত বইপত্র সংগ্রহে সম্মেলনে আসা মানুষের গভীর আগ্রহ কর্মীদের প্রবল উৎসাহিত করে।

পৌষমেলায় বুকস্টলে ছাত্র-যুবদের ভিড়

বীরভূমের শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় দলের পক্ষ থেকে আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ২৩-২৫ ডিসেম্বর বুকস্টলের আয়োজন করা হয়। মেলার বিভিন্ন গেটে কুড়ি জন সংগঠক সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে ও জনজীবনের নানা সংকটের প্রতিবাদে ২১ জানুয়ারি কলকাতার মহামিছিলের প্রচার ও আন্দোলন তহবিল সংগ্রহ করেন।

বুকস্টল থেকে বই সংগ্রহ করার জন্য ছাত্র, যুব ও সাধারণ পাঠকদের মধ্যে চোখে পড়ার মতো আগ্রহ ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদ সম্পর্কিত আলোচনার বিভিন্ন পুস্তিকা পাঠকরা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে সংগ্রহ করেন।

এআইএমএসএস-এর সম্মেলন

ব্যারাকপুর ঃ এআইএমএসএস-এর উদ্যোগে নারী-শিশুর ওপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন ও নৃশংস খুন প্রতিরোধে এবং মদ ও মাদক ব্যবসা নিষিদ্ধ করার দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রথম ব্যারাকপুর জেলা সাংগঠনিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২১ ডিসেম্বর। শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড রত্না দত্তকে সভাপতি এবং কমরেড সাবিনা ইয়াসমিনকে সম্পাদক করে ৫৯ জনের কমিটি তৈরি হয়েছে। সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম নেত্রী ডঃ মহুয়া নন্দ। ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর

সদস্য বেলা পাঁজা এবং সবিতা সামন্ত। অপর্ণা ভৌমিককে সভানেত্রী, অঞ্জলী সামন্তকে সম্পাদিকা, অম্বিকা জানা সহসম্পাদিকা ও মঞ্জুরী মাইতিকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৬ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়েছে। নারী নির্যাতন, মদ-মাদকের প্রসার ও অশ্লীলতা প্রসারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের শুরুতে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

নোনাকুড়ি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নোনাকুড়ির বল্লুক হাইস্কুলে দেড়শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ২২ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি অধিবেশনে মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনার পরে জেলা সভানেত্রী সিক্তা মাজী ও জেলা সম্পাদিকা প্রতিমা জানা বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন সংগঠনের

তমলুকে যুব সম্মেলন

এআইডিওয়াইও-র পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার প্রথম যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২২ ডিসেম্বর তমলুক বার অ্যাসোসিয়েশন হলে। অভয়ার ন্যায়বিচার, সকল কর্মক্ষম বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, সরকারি সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে, অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা-সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং বাজকুল-নন্দীগ্রাম ট্রেন লাইন দ্রুত চালুর দাবিতে দেড়শতাধিক যুবকের মিছিল তমলুক শহর পরিক্রমা করে সম্মেলনস্থলে পৌঁছয়।

প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি) -র পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক প্রণব মাইতি। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর এবং রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল। বক্তারা মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি, যুবকদের নীতি-নৈতিকতা মূল্যবোধ ধ্বংস করতে সরকারি উদ্যোগে মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মঞ্জুশ্রী মাইতিকে সভাপতি, আশিস দোলাইকে সম্পাদক করে ২৭ জনের জেলা কমিটি এবং ২৯ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য স্নেহলতা সাউ।

- *অভয়ার ন্যায়বিচার, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি রদ, আবাস যোজনায় দুর্নীতির বিচার, কৃষকের ফসলের এমএসপি প্রভৃতি দাবিতে ২১ জানুয়ারি এসইউসিআই(সি)-র ডাকে মহামিছিলের প্রস্তুতিতে জেলায় জেলায় চলছে প্রচার, মিছিল, পথসভা, দেওয়াল লিখন ইত্যাদি*

বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

বর্ধমান শহর

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

মহামিছিলের প্রচারে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হামলা

অভয়া হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার, মূল্যবৃদ্ধি রদ, বেকারদের কাজ, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম প্রভৃতি দাবিতে এবং সর্বস্তরে দুর্নীতি, কেন্দ্রের সর্বনাশা শিক্ষানীতি, জনবিরোধী শ্রমকোড, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি, স্মার্টমিটার লাগানো প্রভৃতির বিরুদ্ধে ২১ জানুয়ারি কলকাতায় যে মহামিছিল হতে চলেছে, ২৯ ডিসেম্বর কলকাতার ৩৫ নং ওয়ার্ডে সরকার বাজারে জনসাধারণের মধ্যে দলের বেলেঘাটা লোকাল কমিটির কর্মীরা তার প্রচার চালাচ্ছিলেন। এই প্রচারে সাধারণ মানুষের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা স্থানীয় নেতাদের মদতে কর্মীদের উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়।

বাজারের সাধারণ মানুষ দলের কর্মীদের পাশে দাঁড়ান, অর্থসাহায্য করেন। দলের কর্মীরাও সাহসের সঙ্গে প্রচার অব্যহত রাখেন। স্থানীয় থানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে বেলেঘাটা থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের স্মারকলিপি

রাজ্যের ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (আইএইচসিপি)-দের কয়েকটি জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে ২৭ ডিসেম্বর প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (পিএমপিএআই) রাজ্যের মুখ্য স্বাস্থ্যসচিবের কাছে চার দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করে। পিএমপিএআই-এর রাজ্য উপদেষ্টা এবং পিএইচসিপিসি কোর্সের সেক্রেটারি ডাঃ নীলরতন নাইয়ার নেতৃত্বে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম, কোষাধ্যক্ষ ডাঃ তিমির কান্তি দাস, অন্যতম সহ সম্পাদক গোলাম রসুল ও অফিস সম্পাদক উত্তম কর প্রতিনিধিদলে ছিলেন। ডাঃ নাইয়া সমস্ত প্র্যাক্টিশনারদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য বিশেষ ভাবে দাবি জানান। জেলা থেকে সংগৃহীত সহস্রাধিক প্র্যাক্টিশনারের নামের তালিকা স্বাস্থ্যসচিবের কাছে জমা দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদল রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের সাহায্যে রাজ্যের প্রতিটি বিপিএইচসি এবং রুরাল হাসপাতালে বিজ্ঞানসম্মত কোর্স কারিকুলামের ভিত্তিতে ছ'মাসের ট্রেনিং দিয়ে আইএইচসিপি-দের শংসাপত্র দেওয়ার দাবি জানান। ডাঃ আলম ও ডাঃ দাস বলেন, রাজ্যের দু'লক্ষাধিক আইএইচসিপি-দের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে লাগাতে পারলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রভূত উন্নতি হতে পারে।

প্রতিনিধিরা স্বাস্থ্যসচিবকে বলেন, ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস ও পুলিশ-প্রশাসন নিয়মিত প্র্যাক্টিশনারদের উপর জুলুমবাজি ও অত্যাচার চালায়। তাঁদের জীবনদায়ী ও জরুরি ওষুধ রাখতেও বাধা দেওয়া হয়— যা মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। সচিব প্রতিনিধিদের বক্তব্যের সাথে সহমত হন এবং পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

সিবিআই দপ্তরে তালা

একের পাতার পর

এই প্রসঙ্গে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, আমরা প্রথম থেকেই বলছিলাম যে, সঠিকভাবে তদন্ত করে সত্য উদঘাটিত করতে হবে তার জন্য বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই। পুলিশ একমাত্র সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, সিবিআই তাতেই সিলমোহর দিয়েছে। আরও দু'জন অভিযুক্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল জামিন পেয়ে গেলেও সিবিআই নির্বিকার। সিএফএসএল-এর রিপোর্টে বিষয়টি আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, কলকাতা পুলিশের তদন্ত ও সিবিআই-এর তদন্ত মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। রাজ্য পুলিশ-সিবিআইয়ের অপদার্থতাকে ধিক্কার জানিয়ে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের কাছে কোনও স্মারকলিপি দিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, দরকার হলে ভবিষ্যতে আসল তালা তাদের গেটে ঝুলিয়ে দেবেন। অভয়ার ন্যায়বিচার পাওয়া অবধি তাঁদের আন্দোলন চলবে।

কলকাতা জেলা যুব উৎসবে বিপুল সাড়া

এআইডিওয়াইও কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৪-১৫ ডিসেম্বর বেহালা জোনের সরশুনা অঞ্চলে যুবকদের রোড রেসের মধ্য দিয়ে যুব উৎসবের সূচনা হয়। বিজি প্রেসের মাঠে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক মাইতি, উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস প্রমুখ। দুই দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়।

এ ছাড়া নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা যেমন— অঙ্কন, সঙ্গীত, ছোটদের যেমন খুশি তেমন সাজো এবং রক্তদান শিবির হয়। ২১ ডিসেম্বর ভবানীপুরের লেডিস পার্ক ও বিধাননগরের আরএ প্লে-গ্রাউন্ডে ফুটবল টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতার জোনের যুব উৎসবের সূচনা হয়। লেডিস পার্কে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক

কমরেড সমর চ্যাটার্জী সহ অন্যান্যরা। ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতা জোনের লেক এলাকায় ও উত্তর কলকাতার জোনের বেলেঘাটায় এলাকায় নানা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বত্রই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড অমল মিস্ত্রি ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়ন্ত জানা।

৩-৫ জানুয়ারি রাজ্য যুব উৎসব হবে পুরুলিয়া শহরে।

বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন

২২ ডিসেম্বর অ্যাবেকার দশম বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বঙ্গবিদ্যালয়ে। সভাপতিত্ব করেন অমিয় গোস্বামী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ। জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত, অধ্যাপক কৃষ্ণদাস গোস্বামী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হরসুন্দর মল্লিক বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি ডাঃ সজল বিশ্বাস বিদ্যুৎ আন্দোলনকে গ্রাম স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করেন।

প্রধান বক্তা অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বলেন, বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আইন আনতে না পেরে মিটার কারচুপির নয়া হাতিয়ার স্মার্ট মিটার চালু করছে। ২৬টি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র থেকে দেড় শতাধিক গ্রাহক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অমিয় গোস্বামীকে সভাপতি, স্বপন নাগকে সম্পাদক, আইনজীবী হরিদাস ব্যানার্জীকে অফিস সম্পাদক এবং জয়ন্ত কুমার পালকে কোষাধ্যক্ষ করে জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের বাগদা ব্লক সম্মেলন

২২ ডিসেম্বর ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের বাগদা ব্লকের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল উত্তর ২৪ পরগণার হেলেঞ্চা বিদ্যাসাগর মডেল হাইস্কুলে। সভাপতিত্ব করেন মিড-ডে মিল কর্মী পারুল রায়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন শক্তি দেবনাথ। সমর্থনে কয়েকজন মিড-ডে মিল কর্মী বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা কর, জেলা সম্পাদিকা বেলা পাল এবং রাজ্য অফিস সম্পাদিকা শিবানী মজুমদার।

পারুল রায়কে সভানেত্রী, শক্তি দেবনাথকে সম্পাদিকা এবং রূপালি ঘোষকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৫ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

মেদিনীপুর শহরে নাগরিক মিছিল

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে ১৭ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে সিটিজেন ফর আর জি কর এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের সমন্বয়ে নাগরিক মিছিল এবং ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। জুনিয়র ডাক্তারদের ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ছিলেন ডাঃ দীপক গিরি, ডাঃ মৃন্ময় বসাক, সিস্টার কাকলি রাউত। উপস্থিত ছিলেন শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কনভেনশন

কেন্দ্রের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ও রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ২৩ ডিসেম্বর এআইডিএসও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের উদ্যোগে ক্যাম্পাসেই শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মূল আলোচক ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়।

বক্তব্য রাখেন জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শংকরী প্রসাদ চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গৌরাঙ্গ খাটুয়া, পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড সন্তু মণ্ডল এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কবিতা শিকারি। কমরেড মৌমিতা সাঁতরাকে সভাপতি, কমরেড উদয় বর্মনকে সম্পাদক করে ৮ জনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠিত হয়।

আমেরিকায় অ্যামাজন ও স্টারবাক্‌স কর্মীদের ধর্মঘটে সামিল অন্য শ্রমিকরাও

মজুরি বৃদ্ধি, ছুটি সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং কর্মক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশের দাবিতে অনলাইন পণ্য ডেলিভারি কোম্পানি অ্যামাজনের কর্মীরা আমেরিকার নানা শহরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ডিসেম্বর জুড়ে। ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার সম্পদ-বৃদ্ধি করে খুচরো ব্যবসায়ীদের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে অ্যামাজন, অথচ কর্মীদের ন্যায্য প্রাপ্য নিয়ে প্রবল টালবাহানা করছে কর্তৃপক্ষ। চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন কর্মীরা। আর এক কোম্পানি, আন্তর্জাতিক কফিশপ চেন স্টারবাক্‌সের বিভিন্ন বিপণিতেও চলছে কর্মী-বিক্ষোভ। দুটি সংস্থার কর্মীরা কর্তৃপক্ষকে ১৫ ডিসেম্বরের সময়সীমা দিয়ে বলেছিল, তার মধ্যেই দাবি মানতে হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ না মানায় এ দিন প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন কর্মীরা। ১৯ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার ৫ দিনের বিক্ষোভ-ধর্মঘটে কোম্পানির সব কাজ অচল করে দেন তাঁরা।

বিমান কারখানার শ্রমিক, বন্দর শ্রমিক, পরিবহণ শ্রমিক, ডেলিভারি ড্রাইভার, হোটেলের কর্মচারী সহ নানা অংশের শ্রমিকরা গিগ-শ্রমিকদের এই ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাতে যোগ দেন। তাঁরা বলেন, মজুরি বৃদ্ধি, উৎসবের মরশুমে ছুটির দাবি তো আমাদেরও। ডেলিভারি ড্রাইভাররা কর্মী হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে এই ধর্মঘটে সামিল হন। পেশাগত নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের ইউনিয়নও যোগ দেয় ধর্মঘটে। ছাত্র-যুবক-মহিলারাও সামিল হন তাতে।

তীব্র বেতন বৈষম্য ও মালিকি শোষণের বিরুদ্ধে অ্যামাজন ও স্টারবাক্‌সের কর্মীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন শহরের রাস্তায় রাস্তায়। সিয়াটলে সংস্থা দুটির সদর দপ্তর ছাড়াও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, সান ফ্রান্সিসকো, নিউইয়র্ক সিটি, আটলান্টা অ্যান্ড স্কোকি, ইলিনয়িস— সাতটা ডেলিভারি স্টেশন শ্রমিকরা ধর্মঘট করে স্তব্ধ করে দেন। এ ছাড়াও কলম্বাস, ডেনভার ও পিটসবার্গ শহরেও ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঘটকে সমর্থন করে শহরগুলিতে অ্যামাজনের পণ্য বয়কটের ডাক দিয়ে এক মার্কিন নাগরিক বলেন, মূল্যবৃদ্ধির এই বাজারে শ্রমিকদের মজুরি এতটুকুও বাড়ায়নি কর্তৃপক্ষ। এ চলতে পারে না। ২১ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে অ্যামাজনের একটি কেন্দ্রের শ্রমিকদের বিক্ষোভ আটকাতে সেখানকার নিকাশির জল ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায় পুলিশ।

বাস্তবে কোভিডের সময় থেকে নানা অজুহাতে শ্রমিকদের মজুরি সংকোচনের পথে নেমেছে সংস্থা দুটির কর্তৃপক্ষ। শ্রমআইন লঙ্ঘন করছে যথেচ্ছ ভাবে, ইউনিয়ন করার অধিকার খর্ব করছে। অধিকার রক্ষার জন্য শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে মালিকের তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভারত কিংবা আমেরিকা— মালিকের মুনাফা যত বাড়ে, শ্রমিকের মজুরি তত কমে। কয়েক দিন আগেই ফিকি এবং কোয়েসের রিপোর্টে প্রকাশ, ২০০৯ থেকে ২০২৪— এই পনেরো বছরে পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফা হয়েছে ভারতে। আমেরিকাতেও অ্যামাজন ও স্টারবাকসের মালিকরা হাজার হাজার কোটি ডলার মুনাফা করছে কর্মীদের ন্যায্য মজুরি না দিয়ে। শ্রমিক-মুক্তির দিশারি কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন, মালিকের মুনাফা যত বাড়ে, সেই অনুপাতে শ্রমিকের মজুরি কমে যায়। কারণ শ্রমিকের শ্রম শোষণ করেই মালিকের মুনাফা হয়। তিনি আরও দেখিয়েছেন, মালিকের মুনাফা বেড়ে যাওয়ার ফলেই শ্রমিকের মজুরি কমে যায়। কিন্তু মালিকের কাছে অনুনয়-বিনয় করে কি শ্রমিকদের দাবি পূরণ হবে? শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা, সে জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে— সে 'উন্নত' বিশ্বের দেশ আমেরিকা বা 'উন্নয়নশীল' দেশ ভারত হোক। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শ্রমিকরা দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শ্রমিকরা জানে— লড়াই করেই দাবি আদায় করতে হবে। এ ছাড়া দাবি আদায়ের অন্য আর কোনও সহজ রাস্তা নেই।

প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চাই

একের পাতার পর

মুখ থুবড়ে পড়েছে। ছাত্রছাত্রীরা আগে যতটুকু শিখতে পারছিল, তা হারিয়ে গিয়ে, নামে 'অষ্টম শ্রেণি পাশ' হয়েও তারা প্রায় কিছুই শিখছে না। স্বাভাবিক কারণেই পাশ-ফেল না থাকায় অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের ও কেন্দ্রীয় সরকারের নানা সমীক্ষা রিপোর্টে পাশ-ফেল লোপের ভয়াবহ পরিণতি জনসমক্ষে চলে আসছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় বিজেপি আসে। জনমত এবং আন্দোলনের চাপে তারা রাজ্যগুলির মতামত জানতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে ২৬টি রাজ্য পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার দাবি জানায়। আশ্চর্যের হলেও সত্য, এই ২৬টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল না। তারা মতামত জানায় আরও অনেক পরে।

অবশেষে ২০১৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এর সংশোধনী এনে কেন্দ্রীয় সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, শুধুমাত্র পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল প্রথা চালু হবে। বলা হয়, ফেল করা পড়ুয়ারা দু'মাস পর আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে এবং তারপরও যদি তারা ফেল করে তবে তাদের পাশ করানো হবে, নাকি সেই ক্লাসেই রেখে দেওয়া হবে— সে বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলি সিদ্ধান্ত নেবে। অর্থাৎ ঘুরপথে ফেলকে পাশ করানোর নীতিই বহাল রাখা হল। এই সংশোধনী আনার পাঁচ বছর পর গত ২৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার আবার গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানাল যে, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল ফিরছে। এতে প্রমাণ হল যে, পাঁচ বছর আগের বিজ্ঞপ্তি শুধু বিজ্ঞপ্তিই থেকে গিয়েছে— কার্যকরী হয়নি। সেদিনই রাতে শিক্ষামন্ত্রক পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়, বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের দু'মাস পর আবার পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার পরও আবার ফেল করলে তাদের সেই ক্লাসেই রেখে দেওয়া হবে। তবে এই ঘোষণা শুধুমাত্র নবোদয় বিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। রাজ্যগুলি কী করবে সেটা তাদের ব্যাপার।

এই রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আচরণ আরও অদ্ভুত। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানালেন— মুখ্যমন্ত্রী ২০১৯ সালেই পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে মূল্যায়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ঘটনা হল— 'বাংলার শিক্ষা' পোর্টালে প্রতিটি স্কুলকে ছাত্রভর্তির পর নাম তুলতে হয় এবং প্রতি বছর সেই নামগুলি পরের ক্লাসে চলে যায়। ফলে মুখ্যমন্ত্রী যা-ই অন্তর্ভুক্ত করুন না কেন, ব্রাত্যবাবুর শিক্ষাদপ্তরের অধীন 'বাংলার শিক্ষা' পোর্টাল তা জানতেই পারেনি এবং এখন বোঝা যাচ্ছে, তা যে পারেনি সেটাও ব্রাত্যবাবু জানতেন না! তাই সংশোধনী আইন থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল চালু হয়নি।

যাই হোক, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল ফেরাটা যেমন আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়, এই জয়কে সম্পূর্ণ করতে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালুর দাবি আদায় করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে হবে। তাই প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালুর দাবি এবং তার পরিপূরক উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ ও স্কুলশিক্ষার উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবিতে অভিভাবক-ছাত্র-শিক্ষক সহ সকলকে নিয়ে দাবি আদায়ের আন্দোলনে সামিল হতে হবে। ২১ জানুয়ারি জনজীবনের বিভিন্ন দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকা মহামিছিলেও দাবি উঠবে— প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করতে হবে।

জীবনাবসান

কলকাতায় দলের প্রবীণ সদস্য এবং অধ্যাপক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কমরেড সুধীর ভট্টাচার্য ৮ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জয়নগর মজিলপুর শহর ছিল তাঁর আদি নিবাস। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল প্রতিষ্ঠা পর্বের শুরুতেই মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষকে ওই জেলায় নিয়ে গিয়েছিলেন দলের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জী। তখন সুধীরবাবুর প্রায় গোটা পরিবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। ফলে জীবনের শুরুতেই তিনি কমরেড ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। কমরেড শচীন ব্যানার্জী স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ওই অঞ্চলে নানা ক্লাব, লাইব্রেরি, ব্যায়াম সমিতি, ফ্রি-কোচিং সেন্টার প্রভৃতি গড়ে তোলেন, যার অন্যতম ছিল শান্তি সংঘ। কমরেড সুধীর ভট্টাচার্য এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে এলাকায় বহু ধরনের সাংস্কৃতিক কাজকর্মে শামিল হন। এর মধ্য দিয়েই তিনি দলের একজন কর্মী ও পরবর্তীকালে সংগঠক হয়ে ওঠেন।

তাঁর চরিত্রে নৈতিকতা ও উচ্চ মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছিল এবং সেই চরিত্রমাধুর্য ও গুণাবলি দিয়ে তিনি সাবলীলভাবে সবাইকে আকৃষ্ট করতে পারতেন। ছোটদের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। সহকর্মী এবং বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের উপর তিনি দলের আদর্শের প্রভাব ফেলতে পারতেন এবং তাঁরা উন্নত জীবনাদর্শের সন্ধান পেতেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। সাংস্কৃতিক সংগঠন 'পথিকৃৎ'-এর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং পথিকৃৎ পত্রিকায় নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। 'ট্রেন্ড' পত্রিকাতেও বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হলেও বহু বিষয়ে তাঁর চর্চা ছিল। শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে তিনি সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। দীর্ঘদিন তিনি পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম শাসনে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে কমরেড ভট্টাচার্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ওই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে উঠলে সুধীর ভট্টাচার্য এই পর্ষদের কার্যকরী কমিটির সদস্য হন।

জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এবং '৯০-এর দশকে শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের প্রতিবাদে সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র বিরুদ্ধে আন্দোলনে অসুস্থতার মধ্যেও নানা পরামর্শ দিয়ে তিনি সাহায্য করতেন। দলের অধ্যাপক কমরেডরা একটি মঞ্চ গড়ে তুলে যখন প্রতিবাদে সামিল হন এবং বহু অধ্যাপককে সামিল করেন, খুব আনন্দ পেয়েছিলেন তিনি। অসুস্থ অবস্থায় সাংগঠনিক অগ্রগতি নিয়ে খোঁজ নিতেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় তাঁর সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি তিনি পার্টিকে তিনি দান করেছেন।

২১ ডিসেম্বর কলকাতার 'থিওসফিকাল সোসাইটি' হলে তাঁর স্মরণে অধ্যাপক ফ্রন্টের উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতিচারণ করেন অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কাঞ্চন দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বর্তমান ও প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ, বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজের অধ্যক্ষ হিমাদ্রি ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক মানস জানা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক তরুণ নস্কর।

কমরেড সুধীর ভট্টাচার্য লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 21 Bengali Weekly January 3, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

২৯ ডিসেম্বর নাগরিক সভায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধের অঙ্গীকার

২৯ ডিসেম্বর রবিবার নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে দামিনী স্মরণ দিবসে অভয়ার বিচার চেয়ে শিয়ালদা কোলে মার্কেটের সামনে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন মহম্মদ আনিসুল করিম। বক্তব্য রাখেন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সভাপতি ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাত এবং বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও কমিটির অন্যতম সংগঠক শ্রীমতী অনিতা রায়।

ডাঃ অনিকেত মাহাত (ছবি) বলেন, "আন্দোলনের চাপে আমরা আমাদের দিদির বিচার ছিনিয়ে আনবই।" সিনিয়ার ডাক্তার দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী ১ জানুয়ারি সবাইকে ব্যাজ পরে মোমবাতি জ্বালিয়ে সমাজমাধ্যমে ছবি পোস্ট করার আহ্বান জানান। অনীতা রায় বলেন, আমরা খেলোয়াড় মেয়েদের সবসময় উদ্বুদ্ধ করি আরও লড়াই করে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করার জন্য। আর অভয়ার ঘটনা বাংলার মুখকে কালিমালিপ্ত করছে।

সভায় গান, আবৃত্তি, গীতি আলেখ্য, পথনাটকের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ জোরালো করার অঙ্গীকার নেওয়া হয়।

শিয়ালদহ কোলে মার্কেটের সামনে নাগরিক সভা

প্রতিবাদী বিদ্যুৎ গ্রাহকের নামে চুরির মিথ্যা মামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

১৯ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরে পাঁশকুড়ার জগন্নাথপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির মাইশোরা অঞ্চল কমিটির সদস্য জয়দেব বেরার বাড়িতে বিদ্যুৎ দপ্তর স্মার্ট মিটার লাগাতে এলে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের পাঁশকুড়া কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের স্টেশন ম্যানেজার জোর করে তাঁর বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সেখানে স্মার্ট মিটার লাগিয়ে দেন।

এরপর এই প্রতিবাদী গ্রাহককে হেনস্থা করতে স্টেশন ম্যানেজার তাঁর নামে বিদ্যুৎ চুরির মিথ্যা কেস দিয়ে পাঁশকুড়া থানায় এফআইআর করেন। শুধু তাই নয়, ৬২,৪৮২ টাকার বিল পাঠানো হচ্ছে বলে ২০ ডিসেম্বর তিনি ওই গ্রাহককে জানান। ওই ঘটনার প্রতিবাদে ২১ ডিসেম্বর বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা-র পাঁশকুড়া জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে পাঁশকুড়া বাজারে প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিল হয়।

দাবি ওঠে, স্টেশন ম্যানেজারের ওই প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। গ্রাহকদের টাকা লুট করার যন্ত্র স্মার্ট মিটার কোনও ভাবেই জোর করে লাগানো চলবে না।

জোর করে স্মার্ট মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে, বেআইনিভাবে অতিরিক্ত সিকিউরিটির নামে হাজার হাজার টাকা আদায় বন্ধ, বর্ধিত মিনিমাম ও ফিক্সড চার্জ বাতিল সহ জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবিতে ৪ ও ৫ মার্চ দিল্লিতে পার্লামেন্ট অভিযানের প্রস্তুতিতে ২১ ডিসেম্বর পাঁশকুড়ার নারান্দা পরমেশ্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যাদবপুরে সমাবর্তন মঞ্চে এআইডিএসও-র প্রতিবাদ

কখনও অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবি, কখনও প্যালেস্টাইনের উপর সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েলের হানাদারির বিরোধ, কখনও আবার শিক্ষা ধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ ডিসেম্বর সমাবর্তন অনুষ্ঠান বারবার মুখরিত হল ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদী স্বরে। ক্যাম্পাস জুড়ে আলোড়ন তুলল এআইডিএসও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রছাত্রীদের এই প্রতিবাদ।

২৮ ডিসেম্বর এআইডিএসও-র ৭০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় দফতরে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি সৌরভ ঘোষ (ডানদিকের ছবি)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। (বামদিকের ছবি) দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কুলতলির মৈপীঠে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন।

বরানগরে নাগরিকদের দাবিপত্র পেশ

আর জি কর মেডিকেল কলেজের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে উত্তর কলকাতায় বরানগর সিঁথি অঞ্চলে রাত দখলের আন্দোলন চলতে চলতেই বাসিন্দারা উপলব্ধি করেন, নিজেদের এলাকা সুরক্ষিত রাখতে নাগরিক সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। তাই তাঁরা গড়ে তুলেছেন নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা কমিটি।

কমিটির উদ্যোগে নানা দাবিতে বরানগর সিঁথি অঞ্চলে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, পথসভার মাধ্যমে নাগরিক সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। সমস্ত রাস্তা, গলি এবং গঙ্গার ঘাটগুলোতে পর্যাপ্ত আলো ও সিসিটিভি নজরদারি, নারী সুরক্ষায় অ্যাপ বা হেল্পলাইন নম্বর চালু, স্কুল, কলেজ, কর্মক্ষেত্র এবং হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও সিসিটিভি নজরদারি, পৌরসভা ও থানা কর্তৃক প্রকাশ্যে মদ ও মাদকদ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা, মদ ও মাদক দ্রব্যের প্রসার রোধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবিতে ২৯ ডিসেম্বর ৩ সহস্রাধিক মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয় বরানগর থানার অফিসার ইনচার্জের কাছে।

সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী কার্তিক রায়ের নেতৃত্বে বিটি রোড, টবিন রোড থেকে শতাধিক নাগরিকের এক মিছিল থানায় যায়। কমিটির সম্পাদক শিক্ষিকা ঝুম্পা রায় ও সভাপতি বিশিষ্ট নাগরিক রজত রায়ের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন দেন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com